বাপের সম্পত্তিতে মেয়েদের স্বত্ব

শ্রীআদিত্যনাথ দাস প্রণীত

—প্রাপ্তিস্থান—

বসুমতী সাহিত্য মন্দির

১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

[দাদুবাবুর বাজারের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চিত্তরঞ্জন এভিনিউ পার হইলে এই রাস্তা পাওয়া যাইবে।]

মূল্য—এক আনা মাত্র।

বাপের সম্পত্তিতে মেয়েদের স্বত্ব

বাপের সম্পত্তিতে মেয়েদের স্বত্ব নূতন আইন পাশ,
সমাজ বুকে এবার হিন্দুনারী গর্ব্বভরে কর্‌বে বাস।
বাপের ভিটেয় বাপের বেটী এবার মাটী কর্‌বে ভাগ,
কোমর বেঁধে দাঁড়াবে বোন ভায়েরা মিছে করোনা রাগ।
বাপের সম্পত্তিতে মেয়েরা এবার ছেলের সমান অংশ পাবে,
মার সম্পত্তির অংশ বেঁটে ভাই বোন সমান সমান নেবে।
স্ত্রীও হ'বে স্বামীর সম্পত্তিতে ছেলে মেয়ে সম অংশীদার,
হিন্দু উত্তরাধিকার আইন বদ্‌লে পাশ হয় আজি চমৎকার।
বসবাসের প্রয়োজনে মেয়ে ভিটেরও পাবে অধিকার,
কিন্তু দান বিক্রী করার থাক্‌বে না কোন শক্তি তার।
ভিটের দখল ল'য়ে মেয়ে সেথায় শুধু কর্‌বে বাস,
যা হোক্ তবু হিন্দুনারীর মিটলো অনেক মনের আশ।
সন্তানহীনা নারীর সম্পত্তি মৃত্যুর পরে থাক্‌বে যাহা,
পিতৃকুল হ'তে পাওনা সম্পত্তি ফিরে যাবে পিতৃকুলে তাহা।
যে মেয়ের বাপের সম্পত্তি বেশী এবার তার গরব কত,
বিয়ের বাজারে বাড়্‌বে কদর হোক্ সে কোকিল কাকের মত।
কুঁজো কিম্বা হোক্ সে খোঁড়া নাক চ্যাপ্টা থ্যাঁদা বোঁচা,
খড়ম পেয়ে বেড়াল চোখো হোক্ দেখ্‌তে হুতুম পেঁচা।
বাপের সম্পত্তির জোরে সেই হ'বে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী বলে,
তাকে বিয়ে কর্‌তে পারা ভাববে পুণ্য কতই ছেলে।

সবার সেদিকে নজর যাবে গরীবের মেয়ের কপাল পোড়ে,
গোলাপ কুঁড়ি ফুটে সবে—সুবাস ছড়িয়ে পড়্বে ঘরে।
যা হোক্ তবু আইন পাশে মন্দের বেশী হবে ভাল,
কত অনাথিনী হিন্দুনারী এবার সমাজ বুকে শক্তি পে'ল।

———

হিন্দু সম্পত্তির উত্তরাধিকার

ভারত সরকারের আইনসচিব থাকা কালে ডাঃ বি, আর, আম্বেদকর ভারতীয় পার্লামেণ্টে হিন্দু আইন সংশোধিত বিল সম্পর্কিত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পেশ করেন। সিলেক্ট কমিটির ১৭ জন সদস্যের মধ্যে শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় ও শ্রীযুক্তা অম্মু স্বামীনাথন সহ মোট ১১ জন সদস্য স্বতন্ত্র অভিমত পোষণ করিয়া মূল বিবরণীর সহিত মন্তব্য সংযোজনা করিয়া দিয়াছেন।

সম্পত্তিতে পুত্র কন্যার তুল্যাধিকার

কমিটি সুপারিশে বলিয়াছেন, "আমরা মনে করি, একজন নারী উত্তরাধিকারী ও একজন পুরুষ উত্তরাধিকারীর মধ্যে পার্থক্য করার সাধারণতঃ কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং কন্যা পুত্রের সমান অংশ পাইবে এইরূপ বিধানের সুপারিশ আমরা করিয়াছি।"

দত্তক পুত্র গ্রহণ

প্রস্তাবিত হিন্দু আইনের ধারা অনুযায়ী নির্দ্দেশ ব্যতীত কোন ক্ষেত্রেই দত্তক-পুত্র গ্রহণ করা চলিবে না। এই অভিমত সমর্থন করিয়া কমিটি আরও জানাইয়াছেন যে, কোন বিধবা নারী হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিলে দত্তক পুত্র গ্রহণের অধিকার হইতে বঞ্চিত হইবে এবং পিতা

হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিলে অথবা সন্ন্যাস লইলে মাতা তাহার পুত্রকে দত্তক দিতে পারিবে।

উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে কমিটি হিন্দু পুরুষের সম্পত্তি উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ক্রম-নির্ণায়ক তালিকায় নিম্নরূপ পরিবর্তনের সুপারিশ করিয়াছেন :—

(১) মৃত ব্যক্তির পৌত্র ব্যতীত ঐ পর্য্যায়ের অপর সকল আত্মীয়ের নাম নির্দ্দিষ্ট উত্তরাধিকারীর নামের তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

(২) বিধবা মাতা বা বিমাতা এবং বিধবা ভ্রাতৃবধূ ব্যতীত অপর গোত্রজ বিধবার নাম নির্দ্দিষ্ট উত্তরাধিকারীর তালিকা হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

(৩) যে সকল উত্তরাধিকারীকে অপেক্ষাকৃত বাঞ্ছিত ব্যক্তি বলিয়া মনে করা হয়, নির্দ্ধারিত উত্তরাধিকারীর নামের তালিকায় তাহাদের নাম প্রেম ও প্রীতির সম্পর্কের নিবিড়তা অনুযায়ী নূতন করিয়া বিন্যস্ত করা হইয়াছে। যুগপৎ উত্তরাধিকার সম্পর্কে আমরা কয়েক শ্রেণীর আত্মীয় যথা :—ভ্রাতা ও ভগিনী, পিতা ও মাতা প্রভৃতিকে এক তালিকাবদ্ধ করিয়াছি।

(৪) পিতাকে বাদ দিয়া ৫ পুরুষ পর্য্যন্ত উত্তরাধিকারের সীমা নির্দ্ধারণ করিয়া আমরা পিতৃকুলের এবং মাতৃকুলের সম্ভাব্য উত্তরাধিকারীর সংখ্যা হ্রাস করিয়াছি।

(৫) মারুমাক্কাত্তায়ম, অলিয়াসন্তান বা নম্বুদ্রি উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী হিন্দুর সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে যে ব্যতিক্রম আছে আমরা অধিকাংশ সদস্যের মতানুসারে তাহা বজায় করি নাই। কারণ, আমরা মনে করি, সমগ্র দেশে যখন একরূপ আইন প্রবর্তন করাই আমাদের লক্ষ্য, তখন উল্লিখিত আইন অনুযায়ী ব্যতিক্রম রাখার কোন কারণ থাকিতে পারে না।

(৬) সম্পত্তির নীট মূল্য যদি ৫ সহস্র টাকার অধিক না হয়, তাহা হইলে সমস্ত সম্পত্তি মৃত ব্যক্তির বিধবা পত্নী পাইবে এইরূপ বিধান করার যে পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে আমরা তাহার পক্ষপাতী নহি। সুতরাং আমরা এই সম্পর্কিত বিধি বাদ দিয়াছি।

(৭) আমরা মনে করি, একজন নারী উত্তরাধিকারী এবং একজন পুরুষ উত্তরাধিকারীর মধ্যে পার্থক্যের সাধারণতঃ কোন সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে না। সুতরাং কন্যা পুত্রের সমান অংশ পাইবে এইরূপ বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে।

(৮) হিন্দু নারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকার আইন সম্পর্কিত বিধান আমরা গ্রহণ করিয়াছি। তবে কোন হিন্দুনারী সম্পত্তির আইনসঙ্গত উইল না করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কে মৃতা নারীর স্বামী এবং সন্তানদের একটি পর্য্যায়ে ফেলা হইয়াছে।

(৯) যে যে কারণে উত্তরাধিকারে অযোগ্য বলিয়া গণ্য করা হয় আমরা তাহা আরও ব্যাপক করিয়াছি। নিম্নরূপ কারণও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে যথা :—পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে যে পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে তাহার বিধবা পত্নী, বিধবা মাতা বা বিমাতা এবং ভ্রাতার বিধবা পত্নী যদি পুনরায় বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহারা অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবে। আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী কেবলমাত্র গোত্রজ সপিণ্ড বিধবারাই সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিবে।

(১০) বর্ত্তমান হিন্দু আইন বা অপর কোন আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তির খোরপোষের অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা যাইবে না এইরূপ একটি বিধি আমরা অতিরিক্ত সংযোগ করিয়াছি।

জীবৎকালে কোন হিন্দু তাহার কতিপয় আত্মীয়-স্বজনকে ভরণ-পোষণের যে দায়িত্ব রহিয়াছে, তৎসম্পর্কে কমিটি একটি নূতন ধারা

সন্নিবেশ করিয়া সন্তানবর্গ ও বৃদ্ধ পিতামাতার ভরণ পোষণের ব্যবস্থা করিবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন।

অপর একটি নূতন ধারায় কমিটি এইরূপ পরামর্শ দিয়াছেন যে, কোন নারীর স্বামী সন্তানদের ভরণপোষণের ব্যয় বহন করিতে অসমর্থ হইলে এবং স্ত্রীর এইরূপ ব্যয় নির্ব্বাহের সঙ্গতি থাকিলে তাঁহাকে অবশ্যই তাঁহার জীবৎকালে ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

সংসদে যুক্ত-সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পেশ

নয়াদিল্লী, ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৫—হিন্দু উত্তরাধিকার বিল সম্পর্কে সংসদ কর্ত্তৃক নিযুক্ত যুক্ত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট অদ্য লোকসভা এবং রাজ্যসভায় পেশ করা হয়। এই রিপোর্টে আইনসিদ্ধ উইল না করিয়া মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি কন্যা এবং পুত্রের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করার সুপারিশ করা হইয়াছে। এই বিল যাহাতে মিতাক্ষরা বেঃ সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় যুক্ত সিলেক্ট কমিটি তজ্জন্যও সুপারিশ করিয়াছেন।

পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্র ও কন্যার সমান ভাগ সম্পর্কিত সুপারিশ ব্যতীত উত্তরাধিকার সম্পর্কে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে বৈষম্যমূলক যে সকল আইন রহিয়াছে সিলেক্ট কমিটি তাহার বিলোপ সাধনের সুপারিশ করিয়াছেন।

হিন্দু উত্তরাধিকার আইন বলবৎ হইলে সম্পত্তিতে হিন্দুনারীর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং হিন্দুনারীর সীমাবদ্ধ অধিকারের ব্যবস্থা বিলুপ্ত হইবে।

সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মারুমাক্কাত্তায়ম, আলিয়াসন্তান এবং নাম্বুদ্রি আইনভুক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রেও হিন্দু উত্তরাধিকার বিল প্রযুক্ত হইবে।

কমিটির রিপোর্টে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই পরিবর্তনের ফলে আইনানুমোদিত উইল না করি

মৃত ব্যক্তির (পুরুষ) মাতা সম্পত্তির অংশ লাভের অধিকারিণী হইবেন।

প্রথমতঃ পুত্রগণ, কন্যাগণ (পূর্বে মৃত পুত্র বা কন্যার সন্তানগণও) এবং মাতা সম্পত্তির অধিকারী, দ্বিতীয়তঃ পিতা এবং স্বামী সম্পত্তির অধিকারী। তৃতীয়তঃ মাতার উত্তরাধিকারিগণ সম্পত্তির অধিকারী এবং চতুর্থতঃ পিতার উত্তরাধিকারী সম্পত্তির অধিকারী।

কমিটির অপর একটি সুপারিশ অনুযায়ী অবৈধ সন্তানের পিতার সন্ধান জানা থাকিলে সে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করিবে।

ভারতের বাহিরে অবস্থিত সম্পত্তির উত্তরাধিকার সম্পর্কিত বিধানটি বিল হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে। কারণ এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক আইন রহিয়াছে।

মিতাক্ষরা যৌথ সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকার লাভে কাহারও অধিকার যাহাতে ক্ষুন্ন না হয় কিন্তু তজ্জন্য একটি নূতন বিধান সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

হিন্দুনারীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ক্রম সম্পর্কে সিলেক্ট কমিটি এইরূপ সুপারিশ করিয়াছেন যে, সন্তানহীনা নারীর উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পৈত্রিক সম্পত্তি পিতার পরিবারে প্রত্যর্পিত হইবে; সেইরূপ স্বামী অথবা শ্বশুরের নিকট হইতে প্রাপ্তি সম্পত্তি সন্তান না থাকিলে স্বামীর পরিবারেই থাকিবে। ন্যায় বিচারের প্রয়োজনে এইরূপ বিধান সন্নিবিষ্ট হওয়া প্রয়োজন বলিয়া কমিটি মনে করেন।

সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ অনুসারে কন্যা, পুত্র এবং মাতা প্রত্যেকে সম্পত্তির একাংশ করিয়া পাইবে। মৃত ব্যক্তির একাধিক পত্নী থাকিলে প্রত্যেক পত্নী সম্পত্তির একাংশের উত্তরাধিকারিণী হইবেন।

নূতন উত্তরাধিকার আইন বলবৎ হইলে প্রত্যেক হিন্দুনারীর সম্পত্তিতে পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইবে। সুতরাং ইহা দ্বারা হিন্দু নারীর সীমাবদ্ধ উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা অবলুপ্ত হইবে এবং ইহা শুধু

ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে নহে, পূর্বে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হইবে। আঃ বাঃ—১৯-১-৫৫

লোকসভায় হিন্দু উত্তরাধিকার বিল গৃহীত

নয়াদিল্লী ৮ই মে—অদ্য লোকসভায় হিন্দু উত্তরাধিকার বিল গৃহীত হইয়াছে। ইহা দ্বারা পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের সহিত কন্যার উত্তরাধিকার স্বীকৃতি হইল।

হিন্দু উত্তরাধিকার বিল সম্পর্কে লোকসভায় প্রায় ৪০ ঘণ্টাকাল আলোচনা হইয়াছে এবং অদ্য অতিরিক্ত আড়াই ঘণ্টাকাল অধিবেশন চালাইয়া এই বিল গৃহীত হয়।

অধিকাংশ সদস্য হিন্দু উত্তরাধিকার বিল আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন। কিন্তু হিন্দু মহাসভা ও জনসঙ্ঘের সদস্যগণ ব্যতীত শ্রী পুরুষোত্তম ট্যাণ্ডন, পণ্ডিত ঠাকুরদাস ভার্গব প্রভৃতি প্রধান কংগ্রেসী সদস্যগণ তৃতীয় পর্যায় আলোচনা কালেও বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন।

বিলটি গ্রহণের পূর্বে পৈতৃক বসতবাটীতে কন্যার বসবাসের অধিকার সম্পর্কিত ২৫ নং অনুচ্ছেদের দুইটি সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই সংশোধনের ফলে কেবলমাত্র অবিবাহিতা কন্যা, স্বামী পরিত্যক্তা বা স্বামীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্না এবং বিধবা কন্যার পৈতৃক বাটীতে বসবাসের অধিকার থাকিবে। মূল অনুচ্ছেদে স্বামীর কোন বাটী না থাকিলে বিধবা কন্যা বসবাসের অধিকার লাভ করিবে বলিয়া বিহিত হইয়াছিল। আঃ বাঃ—৮-৫-৫৬

প্রিণ্টার ঃ—শ্রীসন্তোষ কুমার দাস "সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্" ১৬৮।১ সি রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।